ইত্তেফাক

তারিখ ... ...10/4/79...
পৃষ্ঠা... .. ...3 কলাম... 2...

045

কতিপয় বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হালচাল

ভোলা (বরিশাল), ৭ই এপ্রিল (নিজস্ব সংবাদদাতা)—সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে ভোলা ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটটি শিক্ষার্থীদের তেমন কোন উপকারে আসিতেছে না। ১৯৬৯ সালে স্থাপিত এই ইনষ্টিটিউট হইতে এ পর্যন্ত মাত্র ২৫ জন ছাত্র পাস করিয়াছে। প্রকাশ, মাত্র ৮ম শ্রেণী পাস ছাত্রের পক্ষে ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটের পাঠ্যক্রম বুঝিয়া উঠা খুবই কষ্টকর, অপরদিকে শতকরা মাত্র ৪০ জন ছাত্রকে মাসিক ভিত্তিতে ৩০ টাকা করিয়া বৃত্তি প্রদান করায় অনেকেই ইনষ্টিটিউটে ভর্তি হইতে উৎসাহ বোধ করে না। অটো ডিজেল ও অটো ইলেকট্রিক্যাল শিক্ষা দেওয়ার জন্য এখানে ৫০ লক্ষাধিক টাকার যন্ত্রপাতি থাকা সত্ত্বেও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন টাকা বরাদ্দ নাই। দীর্ঘদিন যাবৎ সংস্কার না করায় প্রায়ই ভবনের প্লাষ্টার খসিয়া পড়িতেছে। ইনষ্টিটিউটের চতুর্দিকে দেওয়াল নাই। পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা না থাকায় শিক্ষকগণ যথাযথ শিক্ষাদানে উৎসাহ হারাইয়া ফেলিতেছেন। এদিকে সরকার থানা পর্যায়ে আরও ১৭টি ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। যেখানে ছাত্রের অভাবে মহকুমা ইনষ্টিটিউট বন্ধ হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে সেখানে থানা পর্যায়ে আরও ইনষ্টিটিউট খোলার কোন যৌক্তিকতা নাই বলিয়া অনেকে মনে করেন। বরং মহকুমা ইনষ্টিটিউটে কৃষি বিষয়ক

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

(৩য় পৃঃ পর)

শিক্ষাসহ আরও কারিগরী শাখা বাড়াইয়া অধিক সংখ্যায় দক্ষ জনশক্তি তরীর ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এদিকে প্রয়োজনীয় পাঠ্যক্রম এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে ইতিমধ্যেই দেশের কয়েকটি ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

নেত্রকোনা

নেত্রকোনা (ময়মনসিংহ), হইতে আমাদের সংবাদদাতা জানান, ১৯৬৬ সালে নেত্রকোনা শহরের সাতপাই এলাকায় ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটের ভবন নির্মাণ করা হয়। কিন্তু যন্ত্রপাতি স্থাপন না করায় অদ্যাবধি উহা চালু হয় নাই। অথচ উক্ত প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক ও অন্যান্য কর্মচারী মাসের পর মাস বিনা কাজে বেতন পাইতেছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক জানান, কিছু যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হইয়াছে। বিশেষজ্ঞ ছাড়া যন্ত্রপাতি স্থাপন করা সম্ভব হইতেছে না।

মাগুরা

মাগুরা হইতে ইত্তেফাক সংবাদদাতা জানান, মাগুরা মহকুমার একমাত্র কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি দুর্নীতি ও অব্যবস্থার দরুন ধ্বংসের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। বিদ্যালয়টি দিন দিন ছাত্রশূন্য হইয়া পড়িতেছে। প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৬৫ সালে মাগুরায় এই কারিগরি বিদ্যালয়টি স্থাপন করা হয়। এখানে কাঠের কাজ এবং যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কৃষি কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়। অভিযোগে প্রকাশ, বৎসরের শুরুতে ছাত্র ভর্তির সময় নানা কৌশলে ছাত্র ভর্তি এড়াইয়া যাওয়া হয়। বর্তমানে ছাত্র সংখ্যা হ্রাস পাইতে পাইতে এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে যে, ছাত্র অপেক্ষা শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যাই অধিক। সরকারের বিনা অনুমতিতে বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রদের নিকট হইতে প্রতি ৬ মাসে ১৬ টাকা হারে আদায় করা হয় বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। ছাত্রদের প্রাকটিক্যাল শিক্ষার জন্য ও যন্ত্রপাতি মেরামতের জন্য বরাদ্দকৃত টাকা যথাযথভাবে খরচ না করিয়া মিথ্যা বিলের মাধ্যমে আত্মসাৎ করা হয় বলিয়াও জানা গিয়াছে। ইহাছাড়া বিদ্যালয় প্রধানের বিরুদ্ধে নানা প্রকার দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগও পাওয়া গিয়াছে।